15

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ DEC. 28 1999
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

নারী ও সহিংসতা

বাংলাদেশ সম্প্রতি এক দুঃখজনক প্রেক্ষাপটে বিশ্বে তার স্থান তিন নম্বরে লিখিয়েছে। বিষয়টি হলো– দেশে শতকরা ৪৭ ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের হাতে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন। জাতিসংঘের বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০০ প্রতিবেদনে এ তথ্যটি তুলে ধরা হয়। আর এ তথ্য জেনে অনেক পুরুষ একজন আর একজনকে প্রশ্ন করেছেন, আমি কি বউ পেটাই? আপনি কি বউ পেটান? প্রশ্ন না করে নিজের দিকে দেখুন। তাকিয়ে দেখুন দেশের ক্রমবর্ধমান নারীর নির্যাতনের চালচিত্রের দিকে।

কোন নারীই আজ আর নিরাপদ নয়। বিংশ শতকের বন্ধ দুয়ার খুলতেই এখনও হিমশিম খাচ্ছে আমাদের নারীরা। নতুন শতক, সহস্রাব্দের স্বপ্ন তাদের কতটা আতঙ্কিত করবে বলা বাহুল্য। সভ্যতা যত এগুচ্ছে, পাশবিকতাও যেন পাল্লা দিয়ে ছুটছে তার সাথে।

প্রত্যেক বছর শেষে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের সংখ্যা পরিসংখ্যান গণনায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন অনেকে। সারা বছর পত্রিকার পাতার অধিকাংশ খবরে জ্বলজ্বল করে ওঠে খুন, ধর্ষণ, যৌতুকের বলি, এ্যাসিড আক্রান্তদের মুখ। দেশে অসংখ্য বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা নারীর ইতিবাচক ভূমিকা গড়ে তোলার জন্য সোচ্চার হয়। সরকারীভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন হেলে দুলে আঠার মাসে বছর পার করে। আইন সংশোধনে নানান সুপারিশ নিয়ে মতদ্বৈধতা রয়ে যায় নারী অধিকার কর্মীদের মধ্যে। প্রশাসন ঢিলে হয়ে আসে এর মধ্যে। কাঠের পুতুলের চর্মচক্ষু দিয়ে তাকিয়ে থেকে দেখে নারীর দুর্দশা। প্রধানমন্ত্রী বার বার আশ্বাস দেন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কঠোর আইনের। তারপরও এ্যাসিডের চিকিৎসাপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান মেয়েরা দেশে ফিরে আতঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করে, আসামী ধরা পড়েছে কি না।

না, এ দেশের নারী নির্যাতনের আসামী ধরা পড়ে না। কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির বিধান থাকলেও তার প্রয়োগ হয় না। ধর্ষণকারীর বদলে পুলিশ ধরে আনে ধর্ষিতাকে, প্রভাবশালী মহলের চাপে বদলে ফেলে কেসের ধরন। মামলা করলে অপহরণ করে আবার ধর্ষণ করে। মামলার ভারে নুয়ে পড়ে বিচার ব্যবস্থা, কিন্তু ফিতাও খোলা হয় না বহু ফাইলের।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের পরিসংখ্যান ভয়াবহ। সেন্টার ফর কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক গত জুলাই পর্যন্ত হিসাবে দেখিয়েছিল– ধর্ষণের সংখ্যা ২২০টি, ৫৫টি এ্যাসিড নিক্ষেপ, ৮০টি অপহরণ, ২৫টি নারী হত্যা ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ৭০ মহিলা আত্মহত্যা করেছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিসংখ্যানে বলেছে, যৌতুকের কারণে নারী নিহত হয়েছেন ১৫২ জন, ২৩টি ফতোয়াবাজি, ১৮৩টি এ্যাসিড নিক্ষেপ, ৭৮১টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন মতে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে ধর্ষণের ঘটনা সবচয়ে বেশি। তাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি লাখে ১০ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়। নারী নির্যাতনের যতরকম পন্থা অবলম্বন করা যায় তার সবটার সহজ শিকার বাংলাদেশের নারীরা। কর্মজীবী থেকে শুরু করে গৃহ অভ্যন্তরীণ নির্যাতন সহ্য করতে উচ্চে তাকে। শতকা ৬০ ভাগ কর্মজীবি নারী নিম্ন মজুরি ও নিরাহওহীনতাহীন পরিবেশে কাজ করে। গৃহভৃত্য হিসাবে কাজ করতে এসে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় মেয়েরা। পথঘাটে চলাফেরায় তাদের ভুগতে হয় চরম নিরাপত্তাহীনতায়। সাগর লঞ্চে গৃহবধূকে ধর্ষণ করে আর্নসাররা, বগুড়ায় দিনে দুপুরে তাড়া করে কিশোরীকে ধর্ষণ করে শরীরে এ্যাসিড ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়ার মতো ঘটনা ঘটে এ দেশে। অহেতুক সন্দেহ, দাম্পত্য কলহে স্ত্রী আরতিকে আধমরা করে চিতায় তুলে পোড়ানো হয়। কিশোরগঞ্জের মিলির গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় স্বামী, পুড়ে যাওয়া মার দিকে তাকিয়ে থাকে দু' সন্তান।

পারভীন রুমা

আত্মনির্ভরশীল খেটে খাওয়া এক নারী রাশিদার অপরাধ ছিল বখাটেদের আহ্বানে সাড়া না দেয়া। যৌনাঙ্গে এ্যাসিড ঢেলে পুড়িয়ে দেয়া হলো তার সদিচ্ছার শাস্তি। রাশিদা মারা গেলেন। পথের ভিড়ে হারিয়ে গেল তাঁর দু' সন্তান। এসব নির্যাতনের শাস্তির জন্য সোচ্চার হয় না কেউ।

নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে যখন বড় বড় কথা বলা হয়, তখন ধর্ষিত হয় কিশোরগঞ্জের ইউপি সদস্য। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে হেনস্তা করা হয় নাসিমাকে। গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনে মনি বেগমকে অরলীলায় বিবস্ত্র করে ফেলে পুলিশ। উত্তরোত্তর পুলিশের ভক্ষকের ভূমিকা আরও বেশি আতঙ্কিত করে তোলে আমাদের। আইনের রক্ষাকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্তদের দেখলে হয় জাগে ঘৃণা, নয় তো ভয়।

বাংলাদেশের যৌতুকের মতো সামাজিক ব্যাধিটি আইন করে এত বছরেও বন্ধ করা যায়নি। অসহায় দরিদ্র পিতা-মাতা ঘটিবাটি বেঁচে যখন পণের টাকা মেটান, ততক্ষণে হয় মেরে ফেলা হয় মেয়েটিকে, নয় তো শারীরিক নির্যাতনে মানসিক পঙ্গুত্ব বরণ করে নিতে হয় তাকে। নয় তো ছেলে কোলে করে ফিরে আসে বাবার সংসারে বোঝা হয়ে। পুরানো আইনই কাজ করে না, অন্যদিকে নতুন আইন। যৌন নিপীড়ন ও যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আইন। কোন পুরুষ অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে কোন নারীকে উত্ত্যক্ত করলে তার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করা হবে। উদ্যোগ শুভ– কিন্তু এই শুভ উদ্যোগ কতটা কার্যকর হবে তা দেখা সময়ের ব্যাপার। কারণ, এ দেশে ভালবাসাও নারীর জীবনে কোন নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে পারেনি। যেমন পারেনি মামীর জীবনে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা হলো তাঁকে।

অন্যদিকে এ্যাসিডের মতো সহজলভ্য নারী নিগ্রহের হাতিয়ারকে ভালভাবেই ব্যবহার করছে ঘাতকরা। প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় এ্যাসিড নিক্ষেপ, যৌতুক দিতে না পারায় এ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই।

দুর্বল, অস্পষ্ট, ত্রুটিযুক্ত আইন, পুলিশ, ডাক্তার, সরকারী উকিলদের অবহেলা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে নারী নির্যাতনের হার। প্রতিনিয়ত ফতোয়াবাজি, পাচার, প্রহার, গুম, খুনের শিকার হয়ে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে আনেক নারী। দরিদ্র দেশের ততোধিক দরিদ্র অবস্থানে থেকে নারী যখন আত্মোউন্নয়নের জন্য লড়াই শুরু করতে যাচ্ছে, তখন নির্যাতনের যাঁতাকলে নিস্পিষ্ট করে পথরুদ্ধ করবার প্রচেষ্টা চলছে আজ। নারীর প্রতি এর সহিংসতার পরিসংখ্যানের হিসাব হয়ত ভয়াবহতা তুলে ধরা যাবে, কিন্তু কোন আত্মগ্লানি জন্মাবে না নির্যাতনকারীর মনে। আইনের সুষ্ঠ আর যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমই তা বন্ধ করা সম্ভব।